STEPPING STONE SCHOOL (HIGH)

Class - VII

Subject: Bengali 2nd lang | Date: 28-5-2020

Topic: পলাশীর যুদ্ধ | Time Limit:**50**m

Worksheet No.:**12**

পলাশীর যুদ্ধ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ইংরেজরা বুঝতে পারলেন, যে যাবৎ এই দুর্দান্ত বালক বাংলার সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকবে, তাবৎ কোনো প্রকারে ভদ্রস্থতা নাই। অতএব, তাঁরা কী উপায়ে নিরাপদ হতে পারেন, মনে মনে এ বিষয়ের আন্দোলন করছেন। এমন সময়ে দিল্লির সম্রাটের কোষাধ্যক্ষ পরাক্রান্ত শেঠবংশীয়েরা, নবাবের সর্বাধিকারী রাজা রায়দুর্লভ, সৈন্যদিগের ধনাধ্যক্ষ ও সেনাপতি মিরজাফর এবং উমিচাঁদ ও জোজা আজিদ নামক দুইজন ঐশ্বর্যশালী বণিক ইত্যাদি কতিপয় প্রধান ব্যক্তি তাঁদের নিকট এক পত্র প্রেরণ করলেন। তাঁরা সিরাজ-উদ্‌দৌলাকে রাজ্যভ্রষ্ট করবার নিমিত্ত, প্রাণ পর্যন্ত পণ করে, ইংরেজদের নিকট সাহায্য প্রার্থনায় গোপনে পত্র প্রেরণ করেন।

ইংরেজরা বিবেচনা করলেন, আমরা সাহায্য না করলেও এই রাজবিপ্লব ঘটবে। সাহায্য করলে আমাদের অনেক উপকারের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তৎকালের কৌন্সিলের মেম্বাররা প্রায় সকলেই ভীরুস্বভাব ছিলেন; এমন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে তাঁদের সাহস হল না। কিন্তু ক্লাইভ অকুতোভয় ও অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। তিনি উপস্থিত প্রস্তাবে সম্মত হতে কোনওক্রমে পরাঙ্মুখ হলেন না।

ক্লাইভ, এপ্রিল-মে দুই মাস মুরশিদাবাদের রেসিডেন্ট ওয়াটস সাহেব দ্বারা, নবাবের প্রধান প্রধান কর্মচারীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে লাগলেন।

এইরূপে সমুদয় স্থিরীকৃত হলে, ক্লাইভ সিরাজ-উদ্‌দৌলাকে এই মর্মে পত্র লিখলেন যে, আপনি ইংরেজদের অনেক অনিষ্ট করেছেন, সন্ধিপত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন, যে যে ক্ষতিপূরণ স্বীকার করেছিলেন, তা করেন নাই এবং ইংরেজদিগকে বাংলা থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার নিমিত্ত, ফরাসিদের আহ্বান করেছেন। অতএব, আমি স্বয়ং মুরশিদাবাদে যাচ্ছি, আপনার সভার প্রধান প্রধান লোকদিগের উপর ভার দেব, তাঁরা সকল বিষয়ের মীমাংসা করে দেবেন।

নবাব, এই পত্রের লিখনভঙ্গি দেখে এবং ক্লাইভ স্বয়ং আসছেন এটি পাঠ করে অতিশয় ব্যাকুল হলেন এবং ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ অপরিহরণীয় স্থির করে অবিলম্বে সৈন্য সংগ্রহপূর্বক কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করলেন। ক্লাইভও ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের আরম্ভেই আপন সৈন্য নিয়ে প্রস্থান করলেন। তিনি ১৭ জুন কাটোয়াতে উপস্থিত হলেন এবং পরদিন তথাকার দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করলেন।

১৯ জুন, ঘোরতর বর্ষা আরম্ভ হল। ক্লাইভ, নদী পার হয়ে নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করি, কি ফিরে যাই, মনে মনে এই আন্দোলন করতে লাগলেন। পরিশেষে, অভিনিবেশপূর্বক বিবেচনা করে ভাগ্যে যা থাকে ভেবে, যুদ্ধপক্ষই অবলম্বন করলেন। তিনি স্থির বুঝেছিলেন, যদি এতদূর এসে এখন ফিরে যাই তাহলে বাংলাতে ইংরেজদিগের অভ্যুদয়ের আশা একেবারে উচ্ছিন্ন হবে। ২২ জুন, সূর্যোদয়কালে, সৈন্যসকল গঙ্গা পার হতে আরম্ভ করল। তারা অবিশ্রান্ত গমন করে, রাত্রি দুই প্রহর একটার সময় পলাশীর বাগানে উপস্থিত হল।

প্রভাত হওয়ামাত্র, যুদ্ধ আরম্ভ হল। ক্লাইভ, উৎকণ্ঠিত চিত্তে মিরজাফরের ও তাঁর সৈন্যের আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত তাঁর ও সৈন্যের কোনও চিহ্ন দেখা গেল না। যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবের পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহী ও পঞ্চত্রিংশৎ সহস্র পদাতিক সৈন্য উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি স্বয়ং চাটুকারবর্গে বেষ্টিত হয়ে, সকলের পশ্চাদভাগে তাঁবুর মধ্যে ছিলেন। মিরমদন নামক এক সেনাপতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। মিরজাফর আত্মসৈন্য সহ তথায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই।

বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় কামানের গোলা লেগে সেনাপতি মিরমদনের দুই পা উড়ে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ নবাবের তাঁবুতে নীত হলেন এবং তাঁর সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করলেন। তখন নবাব মিরজাফরকে ডাকিয়ে আনলেন এবং তাঁর চরণে স্বীয় উষ্ণীষ স্থাপিত করে, অতিশয় দীনতা প্রদর্শনপূর্বক, এই প্রার্থনা করতে লাগলেন যে, অন্তত আমার মাতামহের অনুরোধে, আমার অপরাধ ক্ষমা করে, এই বিষম বিপদের সময় সহায়তা করো।

জাফর অঙ্গীকার করলেন, আমি আত্মধর্ম প্রতিপালন করব এবং তার প্রমাণস্বরূপ নবাবকে পরামর্শ দিলেন, অদ্য বেলা অধিক হয়েছে, সৈন্যসকল ফিরিয়ে আনুন। যদি জগদীশ্বর কৃপা করেন, কল্য আমরা সমুদয় সৈন্য একত্র করে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হব। তদনুসারে নবাব সেনাপতিদেরকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার আজ্ঞা পাঠালেন। নবাবের অপর সেনাপতি মোহনলাল ইংরেজদের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করছিলেন; কিন্তু নবাবের এই আজ্ঞা পেয়ে নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক নিবৃত্ত হলেন। তিনি অকস্মাৎ ক্ষান্ত হওয়াতে, সৈন্যদিগের উৎসাহ ভঙ্গ হল। তারা, ভঙ্গ দিয়ে, চারিদিকে পলায়ন করতে আরম্ভ করল। সুতরাং, অনায়াসে ক্লাইভের সম্পূর্ণ জয়লাভ হল।

তদনন্তর, সিরাজ-উদ্‌দৌলা, এক উষ্ট্রে আরোহণ করে, দুই সহস্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে, সমস্ত রাত্রি গমন করলেন। পরদিন বেলা ৮টার সময় মুরশিদাবাদে উপস্থিত হলেন এবং উপস্থিত হয়েই আপনার প্রধান প্রধান ভৃত্য ও অমাত্যবর্গকে সন্নিধানে আসতে আজ্ঞা করলেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করল। অন্যের কথা দূরে থাকুক, সে সময়ে, তাঁর শ্বশুর পর্যন্ত তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলেন।

নবাব, সমস্ত দিন একাকী আপন প্রাসাদে কালযাপন করলেন। পরিশেষে নিতান্ত হতাশ হয়ে রাত্রি তিনটার সময়ে মহিষীগণ ও কতিপয় প্রিয়পাত্র সমভিব্যাহারে করে, শকটারোহণপূর্বক ভগবানগোলায় পলায়ন করলেন।..... যুদ্ধ সমাপ্তির পর মিরজাফর, ক্লাইভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর রণজয় নিমিত্ত সভাজনও হর্ষ প্রদর্শন করলেন। অনন্তর উভয়ে একত্র হয়ে মুরশিদাবাদে চললেন। তথায় উপস্থিত হয়ে, মিরজাফর রাজকীয় প্রাসাদ অধিকার করলেন।

রাজধানীর প্রধান প্রধান লোক এবং প্রধান প্রধান রাজকীয় কর্মচারী সমবেত হলেন। অবিলম্বে এক দরবার হল। ক্লাইভ আসন থেকে গাত্রোত্থান করে, মিরজাফরের কর গ্রহণপূর্বক সিংহাসনে বসিয়ে তাঁকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব বলে সম্ভাষণ ও বন্দনা করলেন। এদিকে সিরাজ-উদ্‌দৌলা ভগবানগোলা থেকে রাজমহলে পৌঁছে, আপন স্ত্রী ও কন্যার জন্য পাক করবার নিমিত্ত, এক ফকিরের কুটিরে উপস্থিত হলেন। পূর্বে ওই ফকিরের উপর তিনি অনেক অত্যাচার করেছিলেন। এক্ষণে ওই ব্যক্তি তাঁর অনুসন্ধানকারীদেরকে তৎক্ষণাৎ তাঁর পৌঁছোনোর সংবাদ দিলে, তারা তাঁকে রুদ্ধ করল। নবাব অতি দীন বাক্যে, তাদের নিকট বিনয় করতে লাগলেন। কিন্তু তারা, তাঁর বিনয়বাক্য শ্রবণে বধির হয়ে, তাঁর সমস্ত স্বর্ণ ও রত্ন লুটে নিল এবং তাঁকে মুরশিদাবাদে প্রত্যানয়ন করল।

যৎকালে তিনি রাজধানীতে আনীত হলেন, তখন মিরজাফর, অধিক মাত্রায় অহিফেন সেবন করে, তন্দ্রাবশে ছিলেন; তাঁর পুত্র পাপাত্মা মিরন, সিরাজ-উদ্‌দৌলার উপস্থিতি-সংবাদ শুনে তাঁকে আপন আলয়ের সন্নিধানে রুদ্ধ

করতে আজ্ঞা দিল।.....মহম্মদী বেগ নামক এক ব্যক্তি আলিবর্দি খাঁর নিকট প্রতিপালিত হয়েছিল; পরিশেষে সেই দুরাত্মাই এই নিষ্ঠুর ব্যাপারের সমাধানের ভার গ্রহণ করল। দুরাচার মহম্মদী বেগ তরবারি প্রহার দ্বারা তাঁর মস্তক ছেদন করল।

[সংক্ষেপিত এবং মান্য চলিত বাংলায় পুনর্লিখিত ও সম্পাদিত]

পাঠ সহায়িকা

● *লেখক পরিচিতি :* ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ২৬ সেপ্টেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পশ্চিম মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা ভগবতী দেবী। ছেলেবেলা থেকেই তিনি কৃতী ছাত্র ছিলেন। কলকাতার সংস্কৃত কলেজের সর্বশেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি "বিদ্যাসাগর" উপাধি লাভ করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিত হিসেবে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ বাংলা স্কুল ইন্সপেকটরের পদ লাভ করেন। এই পদ লাভ করার পর তিনি মেয়েদের ও অতি দরিদ্র মানুষের শিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। কলকাতার মেয়েদের বিদ্যালয় "বেথুন স্কুল" স্থাপনে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। মেয়েদের 'বাল্যবিবাহ' বন্ধ করার আইন চালু করেন এবং 'বিধবা বিবাহ' আইন প্রচলন করার বিশেষ চেষ্টা করেন। দরিদ্র মানুষের প্রতি এই ভালোবাসার জন্য তাঁকে "দয়ার সাগর" উপাধি দেওয়া হয়েছিল। দেশে শিক্ষাবিস্তার করতে গিয়ে তিনি পাঠ্যপুস্তকের অভাব বোধ করেন। তখন তাঁর 'বর্ণপরিচয়' ও 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' যথাক্রমে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার সোপান হিসেবে পরিচিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'বোধদয়', 'ভ্রান্তিবিলাস' প্রভৃতি। লেখক 'বাংলা ভাষার জনক' নামে অভিহিত। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ২৯ জুলাই এই মনীষী পরলোক গমন করেন।

● *পাঠ্যাংশের মূল ভাব :* ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিল—যে পর্যন্ত বাংলার সিংহাসনে সিরাজ-উদ্‌দৌলা অধিষ্ঠিত থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত বাংলায় তাদের স্থান নেই। এরই মাঝে শেঠ বংশীয়েরা, রাজা রায়দুর্লভ, মিরজাফর, উমিচাঁদ প্রমুখ ষড়যন্ত্র করে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করতে। তারা তাঁকে রাজ্য ও রাজত্ব থেকে সরাতে এক গোপন পত্রে ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করে। ব্রিটিশ কাউন্সিলের সদস্যরা দ্বিধাগ্রস্ত থাকলেও অকুতোভয় ও অত্যন্ত সাহসী রবার্ট ক্লাইভ তাঁদের উপকারের সম্ভাবনায় এই ষড়যন্ত্রে যুক্ত হন এবং পরিশেষে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজকে পরাজিত করেন। সিরাজ-উদ্‌দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করে বাংলায় ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তারের ইতিহাসই পাঠ্যাংশের পটভূমিকা।

● *পাঠ্যাংশের শব্দার্থ ও টীকা :* **যাবৎ**—যতদিন পর্যন্ত। **রাজ্যভ্রষ্ট**—রাজ্যচ্যুত। **পরাঙ্মুখ**—বিরত। **প্রত্যানয়ন**—ফিরিয়ে আনা। **অহিফেন**—আফিং। **উচ্ছিন্ন**—সম্পূর্ণ উৎপাটিত। **অকুতোভয়**—ভয়হীন। **অধিরূঢ়**—অধিষ্ঠিত। **ভদ্রস্থতা**—ঠাঁই। **নিরাপদ**—বিপদশূন্য। **পরাক্রান্ত**—প্রবল বিক্রমশালী। **কৌন্সিল** (কাউন্সিল / ইংরেজি শব্দ)—উপদেষ্টা পরিষদ। **অপরিহরণীয়**—পরিহার করার উপায় না থাকা। **অভ্যুদয়**—উত্থান। **পঞ্চদশ সহস্র**—পঞ্চাশ হাজার। **পঞ্চত্রিংশৎ**—পঁয়ত্রিশ। **নীত**—আনা হয়েছে এমন। **সমভিব্যাহারে**—সঙ্গে। **শকট**—রথ। **দুরাত্মা**—দুষ্ট লোক। **পাপাত্মা**—পাপী।

● **পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :**

☐ **বাক্য**—বাক্য গঠনের শর্ত তিনটি—(১) আকাঙ্ক্ষা, (২) আসত্তি এবং (৩) যোগ্যতা।

'আমি তোমার সঙ্গে'—এইরূপ শব্দসমষ্টি কিন্তু বাক্য নয়। কারণ ভাবটি সম্পূর্ণ প্রকাশ না পেলে বাক্য হয় না। এখানে 'যাব' ক্রিয়াপদটি শোনার জন্য আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। কাজেই আকাঙ্ক্ষা বাক্যগঠনের একটি মূল শর্ত। এ ছাড়াও বাক্যে শব্দসমষ্টিকে এলোমেলো বসালে হবে না। বাক্যের পদগুলিকে সম্পর্ক অনুযায়ী সাজাতে হবে। একে বলে আসত্তি। সবশেষে জেনে রাখো পদসমষ্টির সংগত অর্থ ও ভাব প্রকাশ হওয়া চাই। 'আমি তোমার সঙ্গে স্বর্গে বেড়াতে যাব।' এখানে বাক্যটির 'যোগ্যতা' শর্ত পূরণ হল না। কারণ 'স্বর্গে' বেড়াতে যাওয়া যায় না। অতএব বাক্যটিতে বাস্তব, সংগত অর্থ ও ভাব প্রকাশিত হয়নি।